মূলশব্দাবলীঃ
আল-কুরআন
প্রশান্তি
দুশ্চিন্তা

Majlis Ugama Islam Singapura
Friday Sermon
6 March 2026 / 16 Ramadan 1447H
অশান্ত সময়ে প্রশান্তির উৎস: আল-কুরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَوَفَّقَنَا لِإِدْرَاكِ شَهْرِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْعَلَّامُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنَامِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ جَلَّ فِي عُلَاهُ: إِنَّ هٰذَا الْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

যুমরাতুল মুমিনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

আপনারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে ভয় করুন—তাঁর সকল আদেশ পালন করে এবং তাঁর সকল নিষেধ থেকে বিরত থেকে। আসুন আমরা তাকওয়া ও সত্যের পথে অবিচল থাকি এবং কুরআনকে আমাদের জীবনের পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করি।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

রমযান মাসের সাথে কুরআনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আল-বাকারা'র ১৮৫ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে।

আমাদের অনেকেই এই সুযোগে কুরআন তিলাওয়াত করা বাড়িয়ে দেই এবং এর পবিত্র আয়াতসমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি। তবে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল তিলাওয়াতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়।

বিশেষ করে আজকের সময়ে, যখন আমরা চারপাশে বিভিন্ন ফিতনা—পরীক্ষা ও বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছি। বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে, যা আমাদের মনে ভয় ও উদ্বেগ সৃষ্টি করে। তবুও আমরা প্রশ্ন করতে পারি এবং বোঝার চেষ্টা করতে পারি: আমরা যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখছি, এর পেছনে আল্লাহর কী হিকমত বা প্রজ্ঞা রয়েছে?

এমন অনিশ্চিত সময়ে কুরআন আমাদের পাশে থেকে পথনির্দেশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সূরা আন-নিসায় আল্লাহ কুরআনকে **"নূরান মুবীনা"**—অর্থাৎ এক সুস্পষ্ট আলো—হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর সূরা ইউনুসে এটিকে **"শিফা"**—অর্থাৎ অন্তরের রোগের জন্য আরোগ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় কুরআনের তিনটি ভূমিকার কথা তুলে ধরা হচ্ছে, যা উদ্বেগে আক্রান্ত প্রতিটি হৃদয়ে প্রশান্তি নিয়ে আসেঃ

<u>প্রথমত: কুরআনের দিকনির্দেশনা সময়কে অতিক্রম করে</u>

আমরা যে পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হই না কেন, কুরআনের মধ্যে আমরা অবশ্যই তার দিকনির্দেশনা খুঁজে পাই। তা হোক আমাদের জীবিকা ও পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা, অথবা অতীতের ভুলের কারণে অপরাধবোধে আক্রান্ত হওয়া। কিংবা যখন আমরা সর্বত্র অন্যায় ও ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে পাই—ক্ষমতার লোভে পরিচালিত এমন এক বাস্তবতা, যা অসংখ্য প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, তখনও কুরআন আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

আমরা কুরআনে ফেরাউনের কাহিনি, ‘আদ ও সামূদ জাতির ঘটনা পড়ি। তারা একসময় ভোগ-বিলাস ও নানান নিয়ামতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাদের অহংকার, সত্য প্রত্যাখ্যান এবং জুলুম-অন্যায়ের কারণে শেষ পর্যন্ত তারা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। আজ তাদেরকে নিয়ে কাহিনীই কেবল কুরআনে সংরক্ষিত আছে—যা যুগে যুগে মানবজাতির জন্য শিক্ষা হিসেবে রয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত: কুরআন জবাবদিহিতার ওপর গুরুত্ব দেয়

যখন আমরা দেখি যে দুর্নীতি ও অন্যায় ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে, তখন কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে: ন্যায়বিচার কবে প্রতিষ্ঠিত হবে? প্রকাশ্য জুলুম-অত্যাচার কীভাবে বন্ধ হবে? আল্লাহর রহমত ও সাহায্য কোথায়?

কিন্তু কুরআন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কোনো কাজই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জ্ঞান ও বিচারের বাইরে নয়। সূরা ইবরাহীমের ৪২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

“তুমি কখনো মনে করো না যে, জালিমরা যা করছে সে সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন; তিনি তো তাদেরকে অবকাশ দেন সেই দিনের জন্য, যেদিন তাদের চোখ ভয়ে স্থির হয়ে যাবে।”

তৃতীয়ত: কুরআন আমাদের করণীয় কী তা স্পষ্ট করে দেয়

আমরা যে পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হই না কেন—অনিশ্চয়তা, ভয় ও উদ্বেগের মাঝেও—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে পরিণাম শেষ পর্যন্ত তাদের পক্ষেই হবে, যারা ন্যায়পরায়ণতা ও তাকওয়া অবলম্বন করে। যেমনটি সূরা আল-কাসাসের ৮৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ وَٱلْعَٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾

অর্থঃ পরকালের চিরস্থায়ী আবাস তাদের জন্যই, যারা পৃথিবীতে অহংকার ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। মুত্তাকী বা খোদাভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম নিশ্চিত। এটি মূলত অহংকারী ও ফাসাদকারীদের বর্জন করে বিনয়ী ও পরহেজগারদের পুরস্কারের ঘোষণা দেয়।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

রাসূলুল্লাহ (সঃ) একবার ইমাম আহমদ (রহ.) বর্ণিত একটি হাদিসে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন কোনো মানুষ উদ্বেগ ও দুঃখে আক্রান্ত হয় এবং তখন আল্লাহর কাছে দোয়া করে—যেন কুরআনকে তার হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার আলো, দুঃখ দূর করার উপায় এবং কষ্ট লাঘবের মাধ্যম বানিয়ে দেওয়া হয়—তবে আল্লাহ অবশ্যই সেই দোয়া কবুল করেন এবং তাকে স্বস্তি ও প্রশান্তি দান করেন।

অতএব, আমরা যখন এই রমযান মাসে কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করি, তখন আসুন আমরা এর শিক্ষা ও দিকনির্দেশনাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরি, যে তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা রোজা পালন করে থাকি, তা আমাদের জীবনে বিকশিত হয়।

আমরা যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি—যাদের হৃদয় দুনিয়ার উদ্বেগের মাঝেও প্রশান্ত থাকে এবং যাদের বিবেক সর্বদা কুরআনের আলোয় আলোকিত থাকে।

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قُلُوبِنا، وَنُورَ صُدُورِنَا، وَجِلاءَ أَحْزَانِنا، وَذَهابَ هُمُومِنا وَغُمُومِنا.

أَقُولُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيْرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين. أَمَّا بَعْدُ، فَيا عِبَادَ الله، اتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيمَا أَمَر، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

পৃথিবী আজও সহিংসতা, যুদ্ধ এবং সংঘাতের কারণে অস্থিরতার মধ্যে রয়েছে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এখনো চেষ্টা করছেন বুঝতে এবং এর অর্থ খুঁজে পেতে—এই সব ঘটনার পেছনে কী প্রজ্ঞা বা হিকমত নিহিত রয়েছে? আল্লাহর সৃষ্ট সকল মানুষ—মুসলিম হোক বা অন্য কেউ—এই অস্থিরতার প্রভাব থেকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সেখানে পড়াশোনা করতে যাওয়া আমাদের অনেক সন্তান উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত। একইভাবে কর্মজীবী অনেক মানুষও চিন্তার ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। তদুপরি, অনেক হাজী ও ভ্রমণকারী পথিমধ্যে আটকে পড়েছেন। আরও অনেক নিরপরাধ মানুষ এই সংঘাতের শিকার হয়েছে।

আসুন, আমরা এই বরকতময় রমযান মাসে রোজা পালনরত অবস্থায়—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার বান্দা হিসেবে, তাঁর প্রতিটি ফয়সালার পেছনে যে ঐশী প্রজ্ঞা রয়েছে, তার ওপর বিশ্বাস রাখি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কাছে দোয়া করি, যেন তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন, মজলুমদের সহায়তা করেন, যুদ্ধ ও রক্তপাতের অবসান ঘটান এবং শান্তি ও প্রশান্তি ফিরিয়ে আনেন।

আর যারা সেই অঞ্চলে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাদেরকে আপাতত সেই পরিকল্পনা স্থগিত রাখার জন্য মিম্বর থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে—যা শরিয়তের উদ্দেশ্য বা **মাকাসিদে শরিয়াহ** অনুযায়ী মানুষের জীবন ও কল্যাণ রক্ষার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قالَ في كِتابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَنَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا المُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِيْنَ وَفِيْ كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ لِلعالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.